/তোমাকে গুরু বানাবার চাবি যাঁর কাছে আছে তিনিই গুরু তুমিও একজন গুরু এবং ঈশ্বর ও তুমি একাত্ম এই উপলব্ধিতে যিনি সাহায্য করেন তিনিই গুরু। এই শেষ কথা .... গুরুর একমাত্র কাজই হোলো এই।*

~ সুমা-চিঙ-হাই ~

আমাদের পথ ধর্মের পথ নয়। আমি কাহাকেও ক্যাথলিক, বৌদ্ধ বা অন্য কোন মতবাদে দীক্ষিত করি না। আমি কেবল একটা পথ দেখাই যাতে তুমি নিজেকে জানতে পারো, তুমি কোথা থেকে এসেছ পৃথিবীতে তোমার কাজ কী তা জানতে পারো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য জানতে পাবো আর বুঝতে পারো পৃথিবীতে এত দুঃখ-তাপ কেন এবং মৃত্যুর পর আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করে আছে।*

~ সুমা-চিঙ-হাই ~

আমরা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন কারণ আমরা খুব ব্যস্ত। /যদি কেউ তোমার সঙ্গে কথা বলতে থাকে আর টেলিফোন বাজতে থাকে, যদি তুমি রান্নার কাজে বা অন্যলোকের সঙ্গে খোসগল্পে ব্যস্ত থাক তাহলে কেউ তোমার নাগাল পাবে না। ঈশ্বরের বেলায়ও সেই রকম একই ব্যাপার। তিনি রোজ আমাদের ডাকছেন আর তাঁকে দেওয়ার মতো ও তাঁর উপরে নির্ভর করে, থাকার মতো সময় নেই*

~ সুমা-চিঙ-হাই ~

সুমা-চিঙ-হাই-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রভূ সুমা-চিঙ-হাই /আউলাক* বা ভিয়েতনামের এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীর কন্যা। একজন ক্যাথলিক হিসোব তিনি মানুষ হন এবং তাঁহার ঠাকুরমার কাছ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হল। শৈশবকালেই তিনি দার্শনিক ও ধর্মশিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ দেখাড়। সমস্ত জীবিত প্রাণীর প্রতি তাঁহার অসাধারণ করুণার ভাব দেখা যায়। আঠার বৎসর বয়সে প্রভূ চিঙ হাই পড়াশুনার জন্য ইংলণ্ডে যান এবং তারপর ফ্রান্স ও জার্মানীতে যান। সেখানে তিনি রেক্রশের কাজে যোগ দেন এবং একজন জার্মান বিজ্ঞানীকে বিবাহ করেন।

দুইবৎসর সুখী বিবাহিত জীবন কাটানোর পর তিনি স্বামীর সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ করেন এবং দিব্যজ্ঞান লাভের চেষ্টায় নিজেকে নিয়োগ করেন কারণ ইহাই ছিল শৈশবকাল থেকেই তাঁর আদর্শ। এইসময়ে তিনি বিভিন্ন প্রকার সাধন-পদ্ধতি শিক্ষা করেন ও বিভিন্ন আধ্যাত্মিক মতবাদ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। এইকাজে বিভিন্ন ধর্মগুরু তাঁহাকে বিভিন্ন উপদেশ দেন। দুর্গত মানবতাকে সাহায্য করিবার চেষ্টার অসারতা তিনি উপলব্ধি করেন এবং বুঝিতে পারেন যে মানুষকে সাহায্য করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হোলো সম্পূর্ন আত্মোপলব্ধি।

এই একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভের সঠিক উপায়ের অনুসন্ধান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করেন বহুবৎসর অনেক পরীক্ষা নিরিক্ষার পর পর্বতে কোয়ান ইন সাধন পদ্ধতিতে ঈশ্বরে সাক্ষাৎ লাভের উপায় সম্পর্কে অবগত হন। দীর্ঘদিন কঠোর তপস্যার পর, হিমালয়ে অবস্থান কালে

তিনি সম্পূর্ন দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। দিব্যজ্ঞান লাভের পর প্রভু চিঙ-হাই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীনির মত শান্ত সমাহিত জীবন যাপন করেন। তিনি ছিলেন লাজুক স্বভাবের এবং কেহ না চাইলে তিনি কাউকে ধর্মোপদেশ বা দীক্ষা দেন না। ফরমোসা (তাইওয়ান), যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বেকার শিষ্যগনের একান্ত অনুরোধে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রভু চিঙ হাই তাঁহার বক্তৃতামালা প্রদান করিতে আসিয়াছেন। হাজার হাজার মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি দীক্ষা দিয়াছেন।বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমস্ত ধর্মের সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি আরও অধিক সংখ্যায় তাহার নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট আশিতেছেন। তাঁহার প্রদর্শিত কোয়ান-ইন সাধন পদ্ধতিতে দ্রুত জ্ঞানালোক লাভের জন্য সাধনার পদ্ধতি শিক্ষা করিতে ও অভ্যাস করিতে কাহারা ইচ্ছুক প্রভু চিঙ হাই তাঁহাদিগকে দীক্ষা ও উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী দিতে সম্মত আছেন।